দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৩ .....

শিক্ষকদের মাস মাইনে

সরকার অনুমোদিত বেসরকারি কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাদের বেতনের ৮০ শতাংশ পান সরকারের কাছ থেকে। বাকি ২০ শতাংশ দেয়ার ক্ষমতা অনেক স্কুল-কলেজেরই থাকেনা, থাকলেও নিয়মিত দেয়া হয় না। অতএব সরকারের দেয় অংশটাই এই শিক্ষকদের ভরসা। পত্রান্তরের এক প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা সরকারের কাছ থেকে এই টাকা নিয়মিত পান না।

শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মে মাসের বিল কয়েকদিন আগে পাস করা হয়েছে। জুন ও জুলাই মাসের বিল এখন নাকি প্রক্রিয়াধীন। সমস্যাটা হলো এই 'প্রক্রিয়া'। অধিদপ্তরে বিল তৈরি হয়। বিল তৈরির পদ্ধতি মান্ধাতা আমলের। তারপর ঘাটে ঘাটে পানি খেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিল অনুমোদন পায় এবং চেক লেখা হয়। এই প্রক্রিয়া কখনও কখনও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। এ বছর মে মাসের মাইনে শিক্ষকরা পাচ্ছেন আগস্ট মাসে। আর আগস্ট মাসের মাইনে যদি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পান তবে শিক্ষকদের সৌভাগ্য বলতে হবে। বিলম্বে মাস মাইনে পাওয়াটা শিক্ষকদের জন্য বেদনাদায়ক।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাস মাইনে দেয়ার আগে নিশ্চয়ই খুটিয়ে খুটিয়ে বিলগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ বাবদ প্রতিমাসে সরকার গড়ে ৬১ কোটি টাকা দিয়ে থাকেন। এই টাকা যেন অপাত্রে না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের বিরাট বাহিনী আছে। তারা ঠিকমত কাজ করলে মাস শেষ হওয়ার আগেই মাসের বিল চূড়ান্ত করা সম্ভব। কিন্তু আর দশটা সরকারি দপ্তরের মত শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়েও কাজ চলে তার নিজস্ব শ্লথ গতিতে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের মাইনে পাওয়ার দিন একটু এদিক-ওদিক হতে দেবেন না; কিন্তু শিক্ষকরা সময়মত মাইনে পান আর না পান সে ব্যাপারে তাদের মাথা ব্যথা নেই।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মাইনে যেন অপাত্রে না পড়ে তার জন্যই প্রক্রিয়াটা জটিল থেকে জটিলতর করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে? ভুয়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কিভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাকা যায়, তার উদাহরণ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। প্রায় অথবা একেবারেই ছাত্রবিহীন 'ফুল স্টাফ স্ট্রেংথ' সর্বস্ব মাদ্রাসা মাঝেমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জটিল প্রক্রিয়া এসব দুর্নীতি ঠেকাতে পারে না; কিন্তু শিক্ষকদের মাস-মাইনে দেয়ার পদ্ধতিটিকে দীর্ঘায়িত করে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মাস মাইনে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কেন দেয়া যাবে না, তা খুঁজে বের করা দরকার। অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে। অতএব জনবলের ঘাটতির দোহাই দিলে চলবে না। শিক্ষাখাতে বেতনভাতা দেয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দের সমস্যা আছে বলে আমরা জানি না। সরকারের সকল পর্যায়ে শিক্ষার জন্য দরদ দেখানোর লোকেরও অভাব নেই। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দিতে বাধাটা কোথায় খুঁজে বের করাটা সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খুবই দরকারি।